ধারাবাহিক **উপন্যাস**

পর্ব ২০, ২১, ২২ [সমাপ্ত]

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-২০-

পিন্টুর ধরা পড়ার সংবাদে র‍্যাবের ব্যাটালিয়ন ৭ এর কমান্ডিং অফিসার ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল শওকত হায়দার নিজে এসে হাজির হয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে। সকাল প্রায় দশটা। মেজর মমিনের অফিস কক্ষে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। মেজর মমিন অফিসে ঢুকে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালেন।

আরে বস বস। তুমি তো কেল্লা ফতে করে ফেলেছ। ডি জি ঢাকা থেকে নিজে ফোন করে তোমাকে কনগ্রেচুলেশান জানালেন। ফোনের পর ফোন আসছে। সর্বস্তরের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছে তোমাকে। ইউ আর এ হিরো নাউ।

সব আপনাদের দোয়া স্যার। বিনয়ে গলে পড়েন মেজর মমিন। মোবাইল ডাটা টারমিনাল গুলো বেশ কাজে এসেছে স্যার। আগে যে সব ইনফরমেশনের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হতো, এখন এম,ডি,টির বদৌলতে মুহুর্তের মধ্যে ডাটা বেস থেকে ইনফরমেশনগুলো এসে যাচ্ছে। এতে ক্রিমিন্যালদের গতিবিধির উপর নজর রাখা সহজ হয়ে গেছে।

দেখ, তোমার এখন একটু বিশ্রাম দরকার। সারা রাত জেগেছ।

না না স্যার। আই এম ওকে। স্যার, চা-কফি, কিছু দিতে বলি?

কফি দিতে বল।

মেজর মমিন একজনকে ডেকে কফি দিতে বললেন।

দেখ, এগারটায় সাংবাদিক সন্মেলন ডেকেছি, দশটা থেকে সাংবাদিকরা এসে বসে আছে। কর্নেল শওকত বললেন।

তাই তো দেখছি স্যার। কাল অনেক রাতের অপারেশান, পুরো সংবাদ পায়নি। তাই খবরের জন্য ওরা হন্যে হয়ে আছে। পিন্টুর ধরা পড়াটা একটা হট নিউজ স্যার। আমরা তো প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। মাঝখানে খবর পেলাম, সে আগরতলা চলে গেছে। কম্পিউটার থাকার ফলে কত সুবিধা। সে কোথায় গেছে-যাচ্ছে, কি করেছে-করছে, পুরো ইতিহাস, একটা বুতাম টিপলেই চলে আসছে। কোন কাগজ ঘাটাঘাটি নেই। কাল রাতে যে মোটর সাইকেলটা ফলো করলাম, মুহুর্তেই বের হয়ে গেল, মোটর সাইকেলটা ওর। আগের দিন হলে, ওটা বের করতেই দিন চলে যেত।

কফি এসে গেল। কর্নেল শওকত কফির একটা কাপ হাতে নিয়ে গন্ধ নিয়ে বললেন, চমৎকার গন্ধ তো। তারপর আসল কথায় চলে গেলেন। কি বলছিলে? ও কম্পিউটারের কথা। ঠিক বলেছ। আমরাও চেষ্টা করছি। পুরোনো মান্ধাতার আমলের অস্ত্র দিয়ে নতুন যুগের ক্রিমিন্যালদের ঠেকানো অসম্ভব। প্রেস রিলিজটার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করেছ?

ওটা এখনো শেষ করতে পারলাম না স্যার। প্রায় রেডী।

ওটা আস্তে ধীরে দিলেও চলবে। আপাততঃ তুমি আমাকে একটু ব্রিফিং দাও যাতে সাংবাদিকদের মোকাবিলা করতে পারি।

দাঁড়ান স্যার। আমি কি লিখেছি তার একটা প্রিন্ট আপনাকে দিচ্ছি। এটা আগে পড়ে দেখেন। মেজর মমিন কম্পিউটার থেকে কিছু প্রিন্ট করে কমান্ডিং অফিসারের হাতে ধরিয়ে দেন।

কর্নেল শওকত লেখাটা মনযোগ দিয়ে পড়েন।

মোটামুটি ঠিক আছে। আমাদের কোন মিসহ্যাপ হয়নি, লেখাটা মনে হয় ঠিক না। বল, আমাদের এক জন আহত হয়ে হাসপাতালে আছে, আরেক জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পিন্টুর সাথে পাওয়া রিভলবার ছাড়া বাড়ীটায় আর কোন অস্ত্র পাওনি, এটা ভাল শুনায় না। দু চারটা বোমা দেখিয়ে দাও। আর অন্য লোকটার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না?

ওর নাম নাকি বাশার। ব্যাস এ পর্য্যন্তই। মেজর মমিন কম্পিউটারে টাইপ করতে করতে বলেন। ওর ছবি আর ফিঙ্গার প্রিন্ট আমাদের ডাটা বেইসে তন্ন তন্ন করে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, কিন্তু অবাক কান্ড, কোন ম্যাচ পাওয়া যায়নি। তবে একটা ইর্ম্পোট্যান্ট খবর আছে স্যার।

কি খবর।

জেরার মুখে পিন্টু স্বীকার করেছে, লোকটা বিদেশ থেকে এসেছে। আর লোকটার পকেট সার্চ করে আমরা কিছু বিদেশী মুদ্রাও পেয়েছি। লোকটা যে ঘাগু তাতে কোন সন্দেহ নেই স্যার। ওর সাথে টাকা পয়সা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি, কোন কার্ড না, নোট বই না, কোন পরিচয় চিহ্ন না, কিছুই না। মনে হয় ইচ্ছা করেই রাখেনি। যারা বেশী চালাক, ওরা তাই করে। কোন পরিচয় রাখে না।

হুঁঃ। নো ডাউট, দিস আউট সাইডার মাষ্ট বি এ বিগ শট। সায় দেন কর্নেল শওকত। আমার মনে হয়, বাশার হচ্ছে পিন্টুর বস। সে কোন আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল গ্যাং এর মেম্বার। আমাদের অপারেশান শুরু হবার আগেই বিদেশে পালিয়েছিল বলে আমাদের ডাটা বেইসে ওর কোন রেকর্ড নেই। এখন দেশে ফিরে পিন্টুর যোগসাজসে বড় কিছু ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল। দেখ, ও যাতে না ধরা পড়ে, সে জন্য পিন্টু নিজে ধরা দিল। ব্যাপারটা খেয়াল করেছ?

জি স্যার। আমরা বাড়ী ঘেরাও করবার আগেই পিন্টু বেরিয়ে এলো। আমাদের আলাদা কম্যুনিকেশান চ্যানেল থাকার পরও আল্লা মালুম, কি করে ও টের পেল, আমরা আসছি। ইচ্ছা করলে দল বল নিয়ে পালাতে পারতো। কিন্তু তা করলো না। বেরিয়ে এসে বললো, আমি ধরা দিতে চাই।

পিন্টুর মুখটা খোলাতে পারলেনা?

চেষ্টা তো করছি স্যার। ক্যারট এ্যান্ড ষ্টিক, দুটোই দেখাচ্ছি। সেই দুপুর রাত থেকে চেষ্টা চলছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না স্যার।

হবে হবে। কেউ তাড়াতাড়ি মচকায়, কেউ দেরীতে। বাকী দুটার কাছ থেকে কিছু পাওয়া গেল?

না স্যার। ওগুলো ফুট সোলজার। পেটে বোমা মারলেও মুখ দিয়ে কিছু বের হয়না। তবে একটা জিনিষ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। জয়নালের পকেটে একটা মোবাইল পেলাম। সে বলছে, ওটা বাশারের। মোবাইলটাতে অনেক মিনিষ্টার, সেক্রেটারীর নাম্বার ষ্টোর করা।

তাই নাকি? তবে এর তিনটা কারন থাকতে পারে। হয় ওটা চোরাই মাল, নয়বা মিনিষ্টার, সেক্রেটারীদের ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়ের জন্য ওনাদের নাম্বার গুলো ষ্টোর করা হয়েছে। আর তিন নাম্বার সম্ভাবনা হচ্ছে, তোমার ওই বাশার সাহেবের অনেক হোমরা চোমরার সাথে দহরম মহরম আছে। দেখো, কেঁচো খুঁড়তে না আবার সাপ বেরিয়ে পড়ে।

তবে, এতে স্যার একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বাশারই দলের নেতা। আমি ফোন টা কার নামে রেজিষ্ট্রি করা তার খবর নিতে বলেছি। দেখা যাক, কি খবর আসে। তাতে হয়তো লিডারের আসল মুখোশটা উন্মোচন করা সম্ভব হবে।

সর্বনাশ, বারোটা বেজে দশ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফ দিয়ে উঠেন কর্নেল শওকত। চল চল, আর দেরী করা যায় না। সাংবাদিকদের চটানো ঠিক না। বলে দাঁড়িয়ে পড়েন ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল শওকত হায়দার।

-২১-

দবির, কাউকে জিজ্ঞেস কর তো, মেজর সেলিমের বাড়ী কোনটা। দবির কে বলেন তরিকুল আলম।

এনায়েত ভাই, দোকান গুলার কাছে গাড়ীটা থামান। এনায়েতকে বলে দবির।

এনায়েত গাড়ী থামায় অনুরোধ মাফিক।

এই যে ভাই, মেজর সেলিমের বাড়ী কোন টা। এক জন লোককে জিজ্ঞেস করে দবির।

সামনে যান। একটা মসজিদ দেখবেন। তার তিন চাইরটা বাড়ী পর। লোকটা বলে।

এনায়েত গাড়ী ছেড়ে দেয় আবার। মসজিদের কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে দবির। একটা লোক বাড়ীটা দেখিয়ে দেয়।

রাস্তা থেকে একটু নীচে বাড়ীটা। গাড়ী যাবে না। এনায়েত যত দুর পারে, বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়।

তার আগেই ইঞ্জিনের শব্দ কানে পৌঁছে চুমকির। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় এবং জীপের উপর চোখ পড়ে যায় ওর।

জীপটাকে চিনে চুমকি। নীতুদের বাসার সামনে অনেক বার দেখেছে ওটাকে। গায়ের উপর লেখা, 'বাংলাদেশ বন বিভাগ'। নীতুর সাথে একবার চড়েও ছিল জীপটায়।

আপা আপা, ইমন ভাইয়া এসে গেছে। ছুটে আসে চুমকি।

কোথায়?

দেখ, জানালা দিয়ে দেখ। নীতুর বাবার অফিসের জীপ। রুমকি ছুটে আসে জানালায়। ওর চোখ পড়ে জীপটার উপর। জানালা ছেড়ে সে ছুটে যায় শাড়ীটার দিকে।

ইমন ভাইয়াটা একটা অলসের ধাড়ি। বারোটার উপর বাজে এখন। এই ওনার সকাল হলো।

রুমকির কানে কোন কথা পৌঁছেনা। সে শাড়ীটা কোমরে পেচিয়ে পরার চেষ্টা করে। আয়নায় মুখ দেখে বার বার। ওর হাত কাঁপে।

দুটো লোক নেমে আসে জীপটা থেকে। চুমকি ঠাওরাতে পারেনা, লোকগুলো কে? সে অধীর

আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। লোক দুটো ধীরে ধীরে রাস্তা থেকে নীচে নামে। কাছে আসতেই সে এনায়েত ভাইকে চিনতে পারে। নীতুর বাবার অফিসের জীপটার ড্রাইভার। একটা দোদুল্যমানতায় ভোগে চুমকি। সে কি বাইরে যাবে, না ঘরেই থাকবে। শেষে সে রান্নাঘরে মায়ের কাছে ছুটে যায়। সেতারা বেগম নাস্তা সাজাচ্ছিলেন প্লেটে, বিলকিসকে সাথে নিয়ে।

মা মা, ওরা এসে গেছে।

বসতে দে, আমি আসছি।

এনায়েত বাড়ীর উঠানে চলে এসেছে দবির কে সাথে নিয়ে। দবিরের হাতে মিষ্টির প্যাকেট।

এইটা কি রুমকি আপাগো বাড়ী? কাউকে জিজ্ঞেস করে দবির।

হ। জবাব দেয় রুমকির চাচাতো ভাই জলিল। আসেন।

জলিল এনায়েতকে রুমকিদের ঘরের সামনে নিয়ে আসে। ঘরের বের হয়ে আসে চুমকি।
এনায়েত ভাই, কেমন আছেন? ইমন ভাইয়া কোথায়?

আরে, ইয়ান অ..নেগ বাড়ী নি। অবাক হয় এনায়েত। ভাইয়া কডে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকায় চুমকির দিকে। আঁ..রা ভাইয়ারে নিতাম আইস্যি।

আমরা ইমন সাবরে নিতে আইছি। চুমকিকে মিষ্টির প্যাকেটটা দিতে দিতে বলে দবির।

কথাটা রুমকির কানে গেছে।

ইমন, তুমি কত পাজি, তোমাকে আমি চিনি না? নীতুর কাছে তো তোমার গল্প তো আর কম শুনিনি। মায়ের রান্না ঘরের পাতিল লুকিয়ে রাখা, ভিক্ষুক সেজে মা আর নীতুকে চমকে দেওয়া আর নীতুর দরজায় তেলাপোকা ঝুলিয়ে রাখা। তুমি ঠিকই জীপে বসে থেকে এনায়েত ভাইকে পাঠিয়েছ আমাদেরকে বোকা বানাবার জন্য। তুমি যেমন বুনো ওল, আমিও তেমন বাঘা তেঁতুল। তোমার জীবনটা আমি হেল করে ছাড়ব মিষ্টার ইমন। মিটি মিটি হাসে রুমকি।

রুমকি পারে না। ওর সারা শরীর আবেগে থর থর করে কাঁপছে। শাড়ীর ভাজগুলো বার বার হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছে। ঘামে ওর চোখ মুখ ভিজে উঠেছে। কপালের টিপটা কোন ফাঁকে পড়ে গেছে মেঝেতে।

চুমকি, আমি পারছিনা রে। আমার ইমন আসছে। আমাকে নীল শাড়ীটা তাড়াতাড়ি পরিয়ে দে। আমার টিপ টা হারিয়ে গেছে মেঝেতে। একটু খুঁজে দেরে চুমকি। তাড়াতাড়ি কর। ও এখনি এসে যাবে। কেঁদে ফেলে রুমকি।

-২২-

দুপুর বারোটা বেজে তিরিশ মিনিট।

নীতু টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে।

কিরে, এত তাড়াতাড়ি খাবার দিচ্ছিস কেন? নীতুর কান্ড দেখে অবাক হন মনোয়ারা বেগম। মাত্র সাড়ে বারোটা বাজে। সব যে ঠান্ডা হয়ে যাবে।

হোক, আবার গরম করে দেব। ভাইয়া এসে খালি ডাইনিং টেবিল দেখলে কি ভাববে?

তোর যা খুশী কর। মনোয়ারা বেগম ফার্নিচার মুছতে ব্যাস্ত হয়ে পড়েন।

টেলিভিশনে কুমিল্লায় এক সন্ত্রাসী ধরা পড়ার লাইভ রিপোর্ট দেখাচ্ছে। মনোয়ারা বেগম কাজে ব্যাস্ত বলে ঠিক মত তাকাতে পারছেন না, কিন্তু কানে আসছে কথাগুলো।

... সন্ত্রাসীরা বোমা ফুটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। মেজর মমিন জীবন বাজী রেখে তাদের সকল অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। র‍্যাবের সাথে এনকাউন্টারে কুখ্যাত সন্ত্রাসী পিন্টু সহ তিন জন সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে। সন্ত্রাসী দলের নেতা বাশার ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে ..।

সবগুলো মরলেই ভাল ছিল। মনে মনে বলেন মনোয়ারা বেগম। কাজের ফাঁকে দুর থেকে আড়চোখে তিনি তাকান টেলিভিশনের দিকে। মৃত সন্ত্রাসীটার ছবি পর্দায়। এক ঝলক দেখে আবার কাজে ব্যাস্ত হয়ে পড়েন তিনি।

ছবিটা বার বার মনের পর্দায় ভেসে উঠে মনোয়ারা বেগমের। মনে হয় কোথায় যেন দেখেছেন। কেমন মায়া কাড়া মুখ। অবাক কান্ড, ছবিটার সাথে ইমনের চেহারার কোথায় যেন একটা মিল। আহারে, কার বুক খালি হলো। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয় তার বুক চিরে।

মরুক মরুক, ওরাও তো কম বুক খালি করেনি। মুহুর্তে কঠিন হয়ে যান তিনি।

নীতুর সময় আর কাটতে চায়না। ভাইয়া এত দেরী করছে কেন মা? ওর অধৈর্য্য প্রশ্ন।

কোন উত্তর আসেনা।

সমাপ্ত